

বাংলা ভাইদের উদ্দেশ্যে এক পশলা শ্রদ্ধাঞ্জলি

(ছগীর আলী খাঁন)

শিরোনাম দেখেই চমকে উঠবেন না পাঠক, ধৈর্য ধরে একটু পড়ে দেখুন। হাজার হলেও তারা এই সমাজেরই লোক ছিল, বাংলার মাটিতে বাংলার আলোবাতাসেই বেড়ে উঠেছিল বাংলা ভাইরা। একথা সত্য যে তারা মানুষ হত্যা করেছে। শুধু হত্যা নয়, হত্যার পর উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে সেই লাশ। আফগানিস্তানে তালেবানরা কাকের নজিবুল্লাহকে হত্যা করে তার লাশ ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে রেখেছিল, নজিবুল্লাহর পুরুষাঙ্গ কতন করে লাশের মুখে তা ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাঘমারায় বাংলাভাই ঠিক সেই কাজটিরই অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। তিনি ও তার দল আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করতে অসংখ্য আত্মঘাতি বোমা-মানব সৃষ্টি করেছিলেন যারা বিচারক মেরেছে, আইনজীবী মেরেছে, এমনকি সাধারণ পথচারীও মারা গেছে। দেশজুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনসাধারণের মনে অশেষ ঘৃণার জন্ম দিয়েছে তারা। এতগুলো অপকর্মের পরও তাদের উদ্দেশ্যে এক পশলা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে চাই আমি। **এক বিবেচনায় শায়খ রহমান এবং বাংলা ভাইদের কাছে জাতি অশেষ ঋণে ঋণী।** তারাই প্রথম ঘুমন্ত বাংলাদেশীদের কানে ঘুম ভাঙানোর গান শুনিয়েছেন। কীভাবে? নীচের পয়েন্টগুলি একবার বিবেচনা করে দেখুন।

১। বিগত আওয়ামী লীগ আমলেই দেশে সর্বপ্রথম বোমায়ুগের সূচনা। এর আগেও রাজনৈতিক বা আদর্শিক কারণে গলাকাটা বা রগকাটা হতো, তবে তাতে ব্যবহৃত হতো মাশ্বাতা আমলে ছুরি বা কীরিচ। আওয়ামী লীগ আমলেই সর্বপ্রথম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়। হামলাগুলির মধ্যে উর্দিচি, রমনা বটমূল, চাষারা, বানিয়াচঙের খৃষ্টান গীর্জা, কোটালিপাড়ায় শেখ হাসিনার সভাস্থল ইত্যাদি স্থানে পরিচালিত হামলাগুলিই প্রধান। লক্ষ্যনীয় প্রতিটি হামলাই পরিচালিত হয় আওয়ামী লীগ ও সমমনা কোন টার্গেটকে লক্ষ্য করে। বিএনপি-জামাত ঘরানার কোন টার্গেটে কখনও হামলা হয়নি। একুশ বছর পরে ক্ষমতায় বসা আওয়ামী লীগ সরকার এইসব হামলায় সম্মত হয়ে পড়ে। নবীন সরকারকে বিরত করতে কে চালাচ্ছে এই হামলা? জেএমবি নামক কোন সংগঠনের নামও তখন জনগণ শুনেনি। অবশেষে বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টে ইসলামী মৌলবাদী শক্তি হরকাতুল জেহাদ আল-ইসলামীর (সংক্ষেপে হুজি) নাম উঠে আসে। রমনা বটমূল ও কোটালিপাড়া বোমা হামলার পেছনে মুফতি হান্নান নামক এক আফগান-ফেরৎ হরকতি জড়িত বলে গোয়েন্দারা রিপোর্ট পেশ করে। শেখ ফরিদ সহ কিছু হুজি কর্মীকে গোয়েন্দারা গ্রেফতারও করে (যদিও পালের গোদা মুফতি হান্নানের টিকির নাগালও পায়নি আওয়ামী লীগ সরকার)। কিন্তু ভেজাল বাধে অন্য জায়গায়। বিএনপি, জামাত ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলি তারস্বরে প্রচার চালায় যে ইসলাম ধ্বংস করতে ভারত-ইসরাইলের দালাল বাকশালীরা সুপারিকল্পিতভাবে ধর্মপ্রাণ আলেম-ওলামাদের ধরছে এবং জেলে পুরছে। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ নিজেরাই নিজেদের উপর বোমা মারছে, শামীম ওসমান নিজেই নিজের উপর বোমা মেরে সিএমএইচ'এর বেড়ে শুয়ে নাটক করছে। বরণ্য কবি প্রয়াত শামসুর রহমানের উপর হামলার পরে ইনকিলাব-সংগ্রাম গোষ্ঠি এমন ভাবে প্রচারণা চালায় যেন এর চেয়ে হাস্যকর কোন গল্প আর নেই। মুরগী কাটা ছুরি হাতে নিজেদের লোক দিয়ে একটি কৌতুক নাটকের সৃষ্টি করে বাকশালীরা ভিক্তিম বানাতে চায় আলেম ওলামাদের! এর চেয়ে বড়ো অনাচার আর কী হতে পারে? ইসলামী মৌলবাদী শক্তির অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই, কোনদিন ছিল না।

বিএনপি-জামাতের এই প্রচারণা বৃথা যায়নি। জনগণের এক বিরাট অংশ এই প্রচারণায় বিভ্রান্ত হতে অনুপ্রানিত হয় এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামের রক্ষক খালেদা-নিজামীর ভোটের বাস্তু পরিপূর্ণ করে দেয়। যারা বোমাবাজী করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং দোষ চাপায় নিরীহ আলেমওলামাদের ঘাড়ে, তাদেরকে ধর্মপ্রাণ মুমিন মুসলমানরা ভোট দেয় কীভাবে? এভাবেই বাংলাদেশে ইসলাম রক্ষা পায় তখন এবং প্রথমবারের মতো বদরপ্রধানের গাড়ীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ে।

২। শতকরা আশীভাগ আসনের অধিকার দিয়ে জনগণ পার্লামেন্টে তো পাঠালো, কিন্তু ফল হলো ভয়াবহ। ভুইয়া সাহেবরা ভাবলেন, বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডটির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়ে গেছেন

তারা। বড় তরফ মোঘল আমলের বার-ভুইয়াদের মতো লুটপাট কর্মে ব্যস্ত রইলেন, ছোট তরফ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাদের হিডেন এজেন্ডা বাস্তবায়নে- অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে ‘বাগিস্তান’ রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে। সংখ্যালঘু নির্যাতন, মায়ের সামনে মেয়ে ধর্ষণ- এহেন কর্ম নাই যা জোট ক্যাডাররা করেনি। মিডিয়াতে হৈচৈ হলে বলা হতো এ সব মিথ্যা প্রপাগান্ডা, দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার আওয়ামী বাকশালী চক্রান্ত। পূর্ণিমা-ফাহিমাদের ইজ্জৎ যায় যাক, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলা যাবে না। কারণ তাতে ভাবমূর্তি বেগমের শালীনতা বজায় থাকে না। সুতরাং যে দুরাত্মা সাংবাদিকরা পূর্ণিমাদের কথা ফাস করে দিয়ে ভাবমূর্তির গায়ে কাঁদা ছিটায়, সেই দুরাচার শাহরিয়ার কবির, সেলিম সামাদ, জাইবা মালিকদের শায়েস্তা করো। ‘এক হাতে মোর বাঁশের বাশরী আর হাতে রণতুর্য্য’- কবির এই দর্শনটাকে কিঞ্চিৎ বদল করে ‘একহাতে আওয়ামী দুবৃত্ত দলনে বাবুরশাহী ডান্ডা, আরেকহাতে পয়সা’- এই ফিলসফি নিয়ে অগ্রসর হলেন বিএনপি হেভী ওয়েটরা। পক্ষান্তরে জামাত ও এর ছায়াসংগঠনগুলি উর্বর জমি ও নিরাপদ পরিবেশে তাদের এজেন্ডা অর্থাৎ নিজস্ব ব্রান্ডের ইসলাম কায়ম করতে নিরলসভাবে নিয়োজিত থাকল।

৩। এই সময় কিছু বিদেশী পত্রপত্রিকা (যথা ফার ইন্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, টাইমস ইত্যাদি) বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান নিয়ে বড় বেশী হৈচৈ শুরু করে এবং বড় বড় রিপোর্ট ছাপায়। জোটের রাঘব বোয়ালরা যথারীতি বলতে থাকেন যে- এসবকিছুই ভাবমূর্তি বিনাশে আওয়ামী চক্রান্ত। সাংবাদিকদের পয়সা খাইয়ে বিদেশেও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের কোন অস্তিত্বই নেই। জোট সরকার এমনকি ফার ইন্টার্ন ইকনমিক রিভিউর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোর্টে মামলা দায়ের করারও হুমকি দেয় যদিও অসারের তর্জনগর্জন হয়েই থেকে যায় সেই হুমকি।

৪। শুরু হয় মাজারে, ওরশে, মেলায়, সিনেমা হলে ইত্যাদি জায়গায় বোমা হামলা। ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যান ম্যাডাম, তবে তখনও তার অখন্ড বিশ্বাস- সবকিছুই আওয়ামী স্যাবোটাজ। তার জনপ্রিয় সরকারকে হেয় করতে শেখ হাসিনা এসব করাচ্ছে। ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা হামলার পর অবধারিতভাবে এ্যারেস্ট হলেন সাবের চৌধুরি, মুনতাসির মামুন ও অধ্যক্ষ মতিউর রহমান। হুমায়ুন আজাদ আক্রান্ত হলেন, ম্যাডাম ঘোষণা দিয়ে বসলেন- হরতাল সফল করতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রফেসর আজাদের উপর হামলা করেছে। ম্যাডামের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় পুলিশ জনৈক লীগ কর্মীকে গ্রেফতারও করে ফেলে। এভাবেই বাকশালীদের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে আসল ক্রিমিনালদেরকে আড়াল করে রাখেন ম্যাডাম জিয়া ও তার দল।

৫। এর পরের অধ্যায় বাঘমারা। জঙ্গীরা যথেষ্ট সুসংগঠিত ততোদিনে। বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে টেক্সট কেইস হিসেবে তালেবানী শাসন কায়ম করে দেখা যেতে পারে। যদি এই এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়, তাহলে পরবর্তীতে সারাদেশে সম্প্রসারিত করা সহজ হবে এই সিস্টেম। প্রকাশ্যে আসে জেএমবি-জেএমজেবি। নাম চাউড় হয় বাংলা ভাই ও শায়খ রহমানের। তবে গাছে ঝুলানো লাশের ছবি দেশবিদেশের পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে থাকলে একটু বেকায়দায় পড়ে যায় সরকার, সোনার ছেলেদের আর যে গোপন রাখা যায় না। সুতরাং নিজামি সাহেব ঘোষণা দিলেন- ‘বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি, বাস্তবে বাংলা ভাই নামক কোন প্রাণীর অস্তিত্বই নাই’। কূটনীতিকরা যেহেতু নিজামির ছিলিমে গাজা টানেন না, সুতরাং তারা এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকলেন। কূটনীতিকদের অসম্ভব প্রশমনকল্পে বাংলাভাইকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করলেন ম্যাডাম। তবে তার এই নির্দেশ যে প্রকারান্তরে পিঠ চাপড়িয়ে আদর করার নামান্তর তা বুঝে নিতে দেরী হয়নি পুলিশ-মন্ত্রী বাংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ বাবরের। সুতরাং বাংলাভাই যথারীতি তার অপারেশন চালিয়ে যেতে থাকলেন, তবে একটু ঢেকেটুকে।

৬। এর পরবর্তী ইভেন্টগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিলেটে আনোয়ার চৌধুরি ও ঢাকায় আওয়ামী লীগ মিটিংয়ে হামলা। এই ঘটনার পর আওয়ামী লীগের উপর দোষ চাপানো এমনকি স্বয়ং খালেদা জিয়ার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। হাসিনার চরেরা বোমা মেরে আইভি রহমানকে হত্যা করে ফেলবে, এরূপ গল্প হজম করা পাড় বিএনপি’র পক্ষেও কঠিন। তবে কথায় আছে- দুর্জনের

ছলের অভাব হয় না। সুতরাং তড়িৎ গতিতে নুতন থিওরীর আবির্ভাব হলো বাজারে- ‘বিদেশী থিওরী’। এই থিওরী প্রেডিক্ট করে যে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের (অর্থাৎ ইন্ডিয়ার) পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অপারেশন চলছে। একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় বিদেশী কানেকশন ছিল বলে সরকার নিয়োজিত এক সদস্যের তদন্ত কমিশন রিপোর্ট দেয় (তৎকালীন পত্রপত্রিকায় খবর)। নেত্রকোণা হামলার সময় যাদব নামের এক হিন্দু তরুন নিহত হয়। হিন্দুর লাশ, এ যে সুবর্ণ সুযোগ! আত্মঘাতি হামলাকারী হিসেবে একজন হিন্দুর সংশ্লিষ্টতার প্রমান পাওয়া গেলে সে ফাঁসিতে অমিত সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, ফিল্ম ভাষায় যাকে বলে ‘বক্স অফিস হিট’। বাবর সাহেব উল্লসিত কণ্ঠে এই নুতন সম্ভাবনার বিষয়ে টিভি সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। জোটপন্থী দিনকাল, সংগ্রাম ইত্যাদি পত্রিকাগুলিও যাদব-থিওরীকে প্রতিষ্ঠা করতে বিস্তর রোমহর্ষক গালগল্পের অবতারণা করে। তবে অধিকাংশ মেইনস্ট্রীম সংবাদপত্রের অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের কারণে যাদব থিওরীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

৭। পাঠক, লক্ষ্য করুন- এখন পর্যন্ত কিন্তু জনগণ শিওর হতে পারেনি- এই অপকর্মগুলির প্রকৃত হোতা কারা। এক দল বিশ্বাস করেছে- জোট সরকারকে বিব্রত করতে আওয়ামী লীগ ও ইন্ডিয়া এসব ঘটছে। আরেক দল সজ্ঞাত ভাবেই বিশ্বাস করেছে- জামাতবিএনপি’র ছত্রচ্ছায়ায় ইসলামী জঙ্গীরা এসব করেছে। বিশ্বাস সঙ্কটের এই ক্রান্তিলগ্নে এলো ১৭ই আগস্টের সেই স্মরণীয় দিন, যেদিন দেশজোড়া তিন শ’রও অধিক জায়গায় এক যোগে সিরিয়াল বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাংলা ভাইরা তাদের উপস্থিতি, শক্তিমত্তা ও উদ্দেশ্য জাতির সামনে তুলে ধরে। প্রচার করে যে দেশে ইসলামী শাসন ও আল্লাহর আইন স্থাপন করতেই তাদের অবির্ভাব। জনগণকে হত্যা করতে তারা আসেনি, তারা এসেছে দেশে শারিয়া রাজ কায়েম করতে। তারা যদি ১৭ই আগস্টের স্টেজ শো এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ঘটনাগুলি না ঘটাতো- তাহলে দেশবাসী আজ পর্যন্তও অন্ধকারে থাকতো। এখনও বিএনপি আওয়ামী লীগকে এবং আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দোষ দিতেই ব্যস্ত থাকতো। ১৭ই আগস্টের ঘটনা জাতির সামনে থেকে সমস্ত সন্দেহের ছায়া অপসারিত করে এবং বোমা হামলা ও সন্ত্রাসের পেছনে কাদের কালো হাত ছিল তা সুস্পষ্ট করে তুলে। বাংলা ভাইদের পথ ভুল হতে পারে, কিন্তু তারা জামাতের মতো বর্ণচোরা নয়, মোনাফেক নয়। তারা তাদের উদ্দেশ্যের কথা অকপটে জাতির সামনে তুলে ধরেছে এবং দোষাদোষীর রাজনীতি থেকে জাতিকে মুক্ত করেছে। এজন্যে কি তারা ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত নয় পাঠক?

বাংলাভাইরা আর নেই। মিডিয়ার সামনে তারা কিছু কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সরকার তাদের সে সুযোগ দেয়নি। তারা কি বলতে চেয়েছিল, আমরা তা জানি না। তবে ধারণা করা অসম্ভব হবে না যে গডফাদারদের স্বরূপ জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিল তারা। বাংলা ভাই একবার আদালত কক্ষে বলেছিলেন, হ্যামিলনের বাঁশী আছে তার কাছে। বাঁশীতে ফুঁ দিলে সব ইদুরকেই গর্ত হতে বেরিয়ে আসতে হবে। দুঃখের বিষয়- সে সুযোগ পাননি তারা। ইদুরগুলি গর্তে বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে, সুযোগ পেলে আগামীতে আরও অগনিত বাংলাভাই জন্ম দেবে না তারা- এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। বাংলার অধ্যাপক সিদ্দিকুল ইসলাম কোন প্রসেসে একজন বাংলাভাই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই প্রসেসকে নির্মূল করতে না পারলে অন্য মূর্তিতে আবারও কোন বাংলাভাইয়ের উদ্ভব ঘটবে- তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

৩১শে মার্চ-২০০৭